



240 - শয়তানরে আছর ও কালো জাদুর আলামত

প্রশ্ন

আমার ভাই এক সফর থেকে ফেরার পর অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলছে। সবে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা শুরু করেছে। কারো সাথে কথা বলে না। দুই বছর সবে বদিশে ছলি। বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সবে আমার মায়ের মুখে উপর থুথু মরেছে। এরপর আমাদের বিশ্বাস হলো যে, সবে মানসিকি রোগী। তাই আমরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলোম। কিন্তু ডাক্তার পরীক্ষা করে কিছু পলে না। আমাদের ধারণা হচ্ছে যে, তাকে জ্বনিরে আছর করেছে কিংবা যাদু করা হয়েছে। আমরা সটেকিভাবে জানতে পারব এবং কিভাবে এর থেকে মুক্তি পতে পারব? এ কারণে আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জ্বনিরে আছর ও কালো জাদুর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বলব:

জ্বনিরে আছরের আলামত:

জনকৈ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি জ্বনিরে আছরের কিছু আলামত উল্লেখ করছেন। সগেলোর মধ্যে রয়েছে:

১। আযান ও কুরআন তলোওয়াত শূনা থেকে চরমভাবে মুখ ফরিয়নে নয়ো।

২। তার উপরে তলোওয়াত করাকালে বহেশ হয়ে পড়া, খঁচুনি দয়ো কিংবা ধরাশায়ী হওয়া।

৩। বেশি বেশি ভয়ানক স্বপ্ন দেখা।

৪। একাকী থাকা, মানুষ থেকে দূরে থাকা এবং অদ্ভুত সব আচরণ করা।

৫। তার উপরে তলোওয়াত করা হলে কখনও কখনও যে শয়তান তাকে আছর করেছে সে কথা বলে উঠা।

৬। উন্মাদরে আচরণ করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যারা সুদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৫]



কালো জাদুর আলামত:

১। জাদুগ্রস্ত পুরুষ তার স্ত্রী কথিবা জাদুগ্রস্ত নারী তার স্বামীকে অপছন্দ করা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তা সত্বেও তারা ফরিশিতাদ্বয়েরে কাছ থেকে এমন যাদু শখিতো যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচ্ছদে ঘটাতো।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০৩]

২। তার বাসার বাহরিরে অবস্থা থেকে বাসার ভতেরে অবস্থা সম্পূর্ণ ভনিন হওয়া। বাসার বাহরিরে থাকাকালে সে তার পরবিারেরে প্রতি আগ্রহী থাকে। কনিতু যখন বাসায় প্রবেশে করে তখন সে তার স্ত্রীকে সাংঘাতকি অপছন্দ করে।

৩। স্ত্রী সহবাস করতে না পারা।

৪। গর্ভবতী নারীর গর্ভস্থতি সন্তান লাগাতরভাবে নষ্ট হওয়া।

৫। সুস্পষ্ট কোন কারণ ছাড়া আচরণেরে মধ্যে হঠাৎ পরবির্তন হওয়া।

৬। খাবার দাবারেরে প্রতিমোটাই চাহদি না থাকা।

৭। তার এমন মনে হওয়া যে, সে অমুক কাজটি করছে; অথচ সে করেনি।

৮। বিশেষে কোন ব্যক্তিকে অন্ধ আনুগত্য করা ও মাত্রাতরিকিত ভালবাসা।

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় যে, উল্লেখিত আলামতগুলোর কোন কোনটি দেখে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জাদুগ্রস্ত বা জ্বনিরে আছরগ্রস্ত হওয়া শরত নয়। বরঞ্চ এর কোন কোন আলামত শারীরিক কথিবা মানসিক কোন কারণেও হতে পারে।

নারিময়েরে উপায়:

১। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর করা) এবং তাঁর কাছই ধরণা দয়া।

২। শরয়িতসম্মত রুকিয়া করা ও ঝাড়ফুক করা।

সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঝাড়ফুক হলো সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এগুলো দিয়ে চকিতসা করা হয়েছিল। এ দুটোর মত ঝাড়ফুক করার অন্য কিছু নাই। এ দুটোর সাথে সূরা ইখলাসও যোগে করা যায়। আর সূরা ফাতহা দিয়ে রুকিয়া করা সফল রুকিয়া যমেনটি হাদসি সাব্যস্ত।



জাদু থেকে নিরাময়ের ক্ষেত্রে আরকেটি উপায় হলো: বরই গাছের সাতটি সবুজ পাতা নিয়ে সগেলোককে গুঁড়া করবে। এরপর সগেলোককে একটি বালততি রাখবে এবং ঐ গুড়াগুলোর উপর গোসল করার জন্য প্রয়োজনমত পানি ঢালবে। এরপর পাত্রটতি আয়াতুল কুরসি, সূরা কাফরিন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এবং জাদুর আয়াতগুলো তথা সূরা বাক্বারার ১০২ নং আয়াত, সূরা আরাফের ১১৭-১১৯ নং আয়াত, সূরা ইউনুসের ৭৯-৮২ নং আয়াত, সূরা ত্বহার ৬৫-৬৯ নং আয়াত পড়বে। এরপর কচু পানি পান করবে। আর অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করবে। কোন কোন সালাফ এভাবে করে উপকার পয়েছেন।

৩। জাদু কর্মটি খুঁজে বের করে সটে নিশ্চয় করে ফেলো; যতোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করছিলেন; যখন লাভি বনি আ'সাম আল-ইহুদী তাঁকে যাদু করছিল।

৪। বৈধ ঔষধগুলো ব্যবহার করা। যমেন খালি পটে ৭টি আলিয়া বারনি খজুর (মদনির এক জাতের খজুর) খাওয়া। যদি এ খজুর না-পাওয়া যায় তাহলে যে কোন খজুর আল্লাহর ইচ্ছায় উপকারী হবে।

৫। হজিমা বা শঙ্কিগা লাগানো।

৬। দোয়া করা।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন, আপনাদেরে ভাইকে সুস্থ করে দেন, তার ও আপনাদেরে বিপদ দূর করে দেন। নিশ্চয় তিনি নিরাময়কারী; তিনি ছাড়া অন্য কোন নিরাময়কারী নাই।